কেন 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ'

বিগত ১১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে 'এসো শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে' শিরোনামে প্রকাশিত কলামের ধারাবাহিকতায় সামনে এগোতে চাই। আমাদের দেশের শিক্ষা অন্য আরো অনেক দেশের শিক্ষার তুলনায় নিম্নমানের, না উচ্চমানের তা তুলনা না করেও বলা যায়, শিক্ষার মান ও পরিবেশের সঙ্কট এ দেশে বিদ্যমান। শিক্ষা পৃথিবীতে কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের অধিকতর টিকে থাকার অবলম্বন। সেজন্য শিক্ষার উন্নয়ন নিয়ে অন্য কোনো বিষয়ের সাথে আপস করা কোনোক্রমেই উচিত নয়। শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা (হিকমাত/জ্ঞান-বিজ্ঞান) অর্জিত হয়। অর্জিত জ্ঞান বা প্রজ্ঞা আমরা বাস্তবে প্রয়োগ করে জীবন ও কর্ম নির্বাহ করি। জ্ঞান আমাদেরকে পরিবার, সমাজ ও জাতির প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম করে। জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

কার্যত আমাদের দেশে শিক্ষার মান ক্রমশই নীচে নেমে যাচ্ছে। শিক্ষা থেকে ধর্মীয় মূল্যবোধ, সততা, মানবিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, দেশপ্রেম, ন্যায়নিষ্ঠার মতো মানবিক গুণাবলি হারিয়ে যাচ্ছে। একটা পক্ষ শিক্ষা থেকে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষাকে বিযুক্ত করেছে; উচ্চশিক্ষা হারিয়েছে; টেকনিক্যাল শিক্ষার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থাকে খণ্ডিত শিক্ষায় পরিণত করেছে। এভাবে জাতি হিসেবে আমরা ক্রমশই দুর্বল ও হারিয়ে যেতে বসেছি। আবার শিক্ষা ও পরিবেশের অভাবে আমাদের সমাজে অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি, হিংসা-বিদ্বেষ, বিশৃঙ্খলা, সামাজিক আয় বৈষম্য ক্রমশই বাড়ছে এবং ইতোমধ্যেই সহনশীলতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। এমন বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে এই অবাঞ্ছিত স্রোতধারার প্রতিকূলে দাঁড়াতে গেলে একটি অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক সংগঠনের ভূমিকা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের শুভাকাঙ্ক্ষী শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবীসহ শিক্ষিতসমাজ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে একজোট হবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এভাবে জোটবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবী সমাজ-সংগঠনের নাম হতে পারে 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' (জাশিপ)।

সরকারি পর্যায়ে প্রণীত পরিকল্পনা, নীতিনির্ধারণ প্রভৃতি বিষয় বাস্তবায়নে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এদেশে জাতীয় উন্নয়নে এটাও একটা বড় সমস্যা। এ প্ল্যাটফর্ম সরকারের শিক্ষা ও সমাজসেবার নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও কর্মকৌশল নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

জাশিপ এ দেশের মানুষকে সুশিক্ষিত করা, শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সামাজিক শিক্ষা, শিক্ষা ও সেবা সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারণ, সমাজসেবা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে জাতীয় প্ল্যাটফরম হিসেবে কাজ করবে। জাশিপ ও 'শিক্ষা-সেবা সমাজের' কেন্দ্রীয় কার্যক্রম এ পরিষদ পরিচালনা করবে। এ পরিষদ আদর্শ ও মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটা অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও স্বেচ্ছাসেবী প্লাটফরম। এ পরিষদ এ দেশের বিদ্যমান রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে স্বীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে শুধু জনগোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষা, সেবা এবং সমাজ উন্নয়নের আদর্শকে কাজে ও কর্মে ধারণ করে পরিষদের নীতিমালা নির্ধারণ করবে এবং সে মতো কর্মসূচি গ্রহণ করবে। এ কর্মসূচির পুরোটাই জনকল্যাণ ও সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যে রচিত, তাই এর বাস্তবায়নে পরিষদ প্রয়োজনানুযায়ী জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের সাহায্য-সহযোগিতা অবশ্যই নেবে। এ পরিষদ সমাজের মানুষের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা ও আর্থিক-সেবা বিষয়ে সমাজ সচেতনতা বাড়াবে, করণীয় করবে এবং শিক্ষা ও সেবা কার্যক্রমকে

একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেবে। জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের একটা গঠনতন্ত্র থাকবে। জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের কার্যাবলী হবে এরকম:

১. এ দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে কাজ করা। জনে জনে শিক্ষার ব্যবস্থা করা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা; তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় জীবনমুখী শিক্ষা, যেমন– ব্যবহারিক জীবন পরিচালনা করতে শেখা, স্বাস্থ্যবিধি শেখা, ভালো থেকে মন্দকে পৃথক করতে শেখা, ঘটনা বিশ্লেষণ করতে শেখা, সমস্যার সমাধান করতে শেখা, ভাবনা-চিন্তা করতে শেখা, সামাজিকতা ও পরিবেশ বিষয়ে শেখা, বিভিন্ন সফট স্কিলস বিষয়ে শেখা ইত্যাদি; কর্মমুখী শিক্ষা, যেমন– পেশাগত শিক্ষা অর্জন, কারিগরি শিক্ষা অর্জন, প্রযুক্তিগত শিক্ষা অর্জন, প্রতিভার বিকাশ ইত্যাদি; এবং মানবিক গুণাবলি-জাগানিয়া শিক্ষা, যেমন– ধর্মীয় মূল্যবোধ, সততা, মানবিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, ন্যায়নিষ্ঠার মতো মানবিক গুণাবলির সম্মিলন ঘটানোর জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা; সামাজিক শিক্ষার নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা।
২. দেশব্যাপী 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' পরিচালনা, তাদেরকে সমাজসেবার কাজে সহায়তা, সামাজিক শিক্ষা-সেবা কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা, সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কিং প্ল্যান তৈরি, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন বিষয়ের নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সুষ্ঠু সমন্বয়সাধন এবং শিক্ষা-সেবা সমাজের কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফরম হিসেবে কাজ করা।

৩. দেশব্যাপী স্কুল, মাদ্রাসা নির্বিশেষে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ইন্টিগ্রেইটেড/ ইউনিফায়েড শিক্ষাপদ্ধতি চালু করা এবং সকল পর্যায়ে মানবিক-ব্যবসায়-বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীর সুবিধামতো উচ্চশিক্ষা কিংবা টেকনিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত হবার সুযোগ সৃষ্টি করা;

৪. এ দেশে শিক্ষা ও সেবার মান উন্নয়নে নীতিমালা ও জনসচেতনতা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স, গোলটেবিল আলোচনা প্রভৃতির আয়োজন করা, জনমত গঠন করা ও গণমাধ্যম ব্যবহার করে প্রকাশ ও প্রচার করা;

৫. শিক্ষা ও সেবার মান উন্নয়নে এবং জীবনমুখী, কর্মমুখী ও মানবিক গুণাবলি-জাগানিয়া শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সরকার ও যে কোনো সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে গঠনমূলক আলোচনা, শিক্ষানীতি তৈরিতে সরকারকে বা সংশ্লিষ্ট পক্ষকে সহযোগিতা, শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা এবং শিক্ষা ও সমাজ-উন্নয়ন মূল্যায়ন প্রজেক্ট হাতে নেওয়া;

৬. দেশে শিক্ষা ও সেবার মান উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও গবেষণার কাজে আর্থিক সহায়তার জন্য শিক্ষা-সেবা পরিষদের সদস্য, কোনো সুহৃদ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সরকারের নির্দিষ্ট বিভাগ বা দাতা সংস্থার কাছ থেকে চাঁদা, দান, আর্থিক সাহায্য, এককালীন অনুদান, বাৎসরিক বরাদ্দ ইত্যাদি সংগ্রহের মাধ্যমে শিক্ষা-সেবা পরিষদের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করা;

৭. দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 'শিক্ষা-সেবা সমাজ'-এর মাধ্যমে আগত ক্ষুদ্র শিল্প-উদ্যোক্তা, শিল্প/বাণিজ্য সংগঠকদের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা, তাদের গ্রাম ও অঞ্চলভিত্তিক শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনায় প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।

জাশিপ শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভাগ, মন্ত্রণালয়, কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এবং শিক্ষা-সেবা সমাজের মাধ্যমে অভিভাবকমহলকে শিক্ষা-সচেতন করে স্কুল/মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের শিক্ষা কার্যক্রমকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে প্রভাব সৃষ্টি করবে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের কাজের আওতা ও কাজের ধরনধারণ সময়ের গতিশীলতায় পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে সমাজজীবনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলবে।

জাশিপ পরিচালনা, নীতি নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটা 'নির্বাহী ও পরিচালনা পরিষদ' থাকবে। এ দেশের শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখতে ইচ্ছুক ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে পরিষদের সাধারণ সদস্যদের তালিকা থাকবে। তারা পরিষদের 'সাধারণ সদস্য' বলে পরিচিত হবেন। সাধারণ সদস্য ছাড়াও 'ফেলো সদস্য' ও 'আজীবন সদস্য'দের তালিকা থাকবে, যারা সমাজের শিক্ষা ও সেবার কাজে আজীবন নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখবেন বলে ঘোষণা দেবেন। প্রতিটি 'শিক্ষা-সেবা সমাজের' 'প্রধান সোসাইটি কাউন্সিলর' পদাধিকারবলে জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের 'সোসাইটি কাউন্সিলর' হিসেবে থাকবেন। তিনি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা-সেবা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করবেন। জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের কার্যাবলির উন্নতিসাধন ও গঠনমূলক দিক-নির্দেশনার জন্য দেশের সম্মানিত ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে একটি 'বোর্ড অব অ্যাডভাইজারস' থাকবে। জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ তাঁদের অংশগ্রহণকে বিশেষভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখবে। জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের কার্যাবলিকে সুচারুরূপে সমাধা করার জন্য এবং মূল্যায়নের জন্য 'নির্বাহী ও পরিচালনা পরিষদ'-এর অধীন চারটি সেল থাকবে: ১. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সেল; ২.গবেষণা ও উদ্ভাবন সেল; ৩. মিডিয়া এ্যান্ড পাবলিক রিলেসন্স সেল; এবং ৪. তহবিল ব্যবস্থাপনা সেল। সেলগুলো পরিষদের সাথে একাট্টা হয়ে পরিষদের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করবে এবং কার্যাবলি মূল্যায়ন করবে। প্রত্যেক সেলের জন্য আলাদা পূর্ণাঙ্গ কমিটি থাকবে।

জাশিপ-এর গঠনতন্ত্রে পরিষদ গঠন ও পরিচালনা সম্পর্কিত বিভিন্ন নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে। জাশিপ-এর একটা যুতসই ও কার্যকর 'আর্থিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা' এবং 'ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা' থাকবে। পরিষদের অধীনে 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' এদেশের প্রত্যেক এলাকায় কাজ করবে।

সময়ের প্রয়োজনে আমাকে 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' ও 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' গঠনের ভাবনা ভাবতে হচ্ছে। এর বিকল্প অনেক কিছু আমি ভেবেছি; কিন্তু তুলনামূলক বিচারে দেশের পরিবেশ, পরিস্থিতি ও সমাজব্যবস্থার সাথে সেগুলো প্রায়োগিক, কার্যকর ও সময়োপযোগী হবে না বলে আমার বিশ্বাস জন্মেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানসম্মত শিক্ষা, পৃথিবীকে রক্ষা এবং মানুষের শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ 'এসডিজি' বা 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়।

অপ্রিয় হলেও সত্য যে, আমাদের দেশের শিক্ষাহীনতা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অপরাজনীতি, অপশাসন, আইনের প্রয়োগহীনতা দেশ ও সমাজের জীবনীশক্তিকে কুরে কুরে খেয়ে ক্রমশই খোলা বানিয়ে ফেলছে। অথচ বিষয়গুলো অলক্ষ্য ও অবিবেচনীয় রয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ-পরিস্থিতি ক্রমশই খারাপের দিকে ধেয়ে চলেছে। আবার জনগোষ্ঠীকে সুশিক্ষিত করতে না পারলে এ দেশের মুক্তি সুদূরপরাহত। যে কোনো মূল্যে এবং যে কোনো উপায়ে শিক্ষায় আদর্শ, নৈতিকতা, সততা ও মান ফিরিয়ে আনতে হবে। স্কুল-মাদ্রাসা ও কলেজ শিক্ষায় জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। সামাজিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর মানসিকতার উন্নয়ন করে

জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে। দুঃস্থ-অসহায়কে সরাসরি আর্থিক সহায়তা দিতে হবে। ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। পায়ে পায়ে অনেক দিন গড়িয়ে গেছে। সবকিছুর মধ্যে যেন রাজনীতির বিষবাষ্প না ঢুকতে পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এ দেশে এখনো গ্রামভিত্তিক জীবনব্যবস্থা বিদ্যমান। গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিচ্ছিন্ন কোনো অর্থ-সহায়তা কার্যক্রম ফলপ্রসূ হবে না। সুষম উন্নয়নের জন্য ব্যষ্টিক উন্নয়নের একটা টেকসই ভিত্তি তৈরি করা দরকার। সেজন্য শিক্ষা ও সামাজিক পরিবেশ উন্নীতকরণ, মানসিকতা ও জীবনমান উন্নয়নমুখী প্রশিক্ষণ, সফট স্কিল্‌স প্রশিক্ষণ, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এবং সুদমুক্ত আর্থিক সহায়তা অধিক উপযোগী। এসব বিবেচনায় 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' ও জাশিপ-এর কার্যক্রম সমাজ ও মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এছাড়া এ উন্নয়ন প্রক্রিয়া এসডিজি-১ (নো পোভার্টি), এসডিজি-৪ (গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ) এবং এসডিজি-৮ (শোভন কর্ম-সুযোগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন) বাস্তবায়নে অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। এজন্য এ দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের ও পদের শিক্ষা-সচেতন ব্যক্তিবর্গ, দেশের উন্নয়নে নিঃস্বার্থভাবে সামাজিক সেবা দেওয়াই যাদের লক্ষ্য হবে, 'শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে' জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ ও শিক্ষা-সেবা সমাজ গঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এ দেশের শিক্ষা ও সেবার মান উন্নয়নে তথা দেশ গঠনে সময়োপযোগী গঠনমূলক ভূমিকা রাখবেন বলে আমি আশাবাদী।

(২৩ ডিসেম্বর ২০২২, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ– প্রফেসর, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক।